নি র্বা স ন

পরিমল চক্রবর্তী

কবিপত্র প্রকাশ ভবন
ক ল কা তা ২ ৬

চিরদিনের পাঠক ও পাঠিকাদের হাতে

এই লেখকের আরেকটি কাব্যগ্রন্থ : ঝর্ণা-মন

রচনাকাল

১৩৬৪-১৩৬৮

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৩৬৮
রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ, বসন্ত

প্রকাশক
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কবিপত্র প্রকাশ ভবন
১ সি রাণী শংকরী লেন
কলকাতা ২৬

প্রচ্ছদপট
রমেন আচার্য

মুদ্রক
বিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৯

ব্লক নির্মাতা ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ১২

পরিবেশক
কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ১২

দাম দু টাকা

সূচীপত্র

নি | র্বা | স | ন

বিচ্ছেদ

বিচ্ছেদের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে আছি, নির্ব্বাসন আমার নিয়তি।
জীবনের খরস্রোত বহে যাচ্ছে চতুর্দিকে, পৃথিবীব আদিম আঁধার
আমাকে রেখেছে ঘিরে ; রূপমুগ্ধ হৃদয়ের, রূপমুগ্ধ দু চোখের জ্যোতি
অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, নরকেব বিভীষিকা মূর্ত করে জীবনে আমার।

অথচ আমার মধ্যে স্বপ্ন ছিলো একদিন, স্বপ্ন ছিলো শিল্প কবিতার।
যেমন বীজের মধ্যে প্রাণ থাকে, ঠিক তেমনি অস্তিত্বেব গোপন প্রদেশে
একদিন স্বপ্ন ছিলো রমণীয় ; তীব্র সেই প্রাণময় স্বপ্নের অপার
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এতোদিন পৃথিবীকে প্রেমিকের মতো ভালোবেসে

আজ আমি সর্বরিক্ত, আজ আমি নির্বাসিত অনির্দিষ্ট যন্ত্রণার দেশে।
স্মৃতির কুটিল হিংস্র ভয়ঙ্কব কালো পোকাগুলো প্রতিক্ষণ হৃদয়েব
সুখ শান্তি কেড়ে নিচ্ছে, অবরুদ্ধ কবে রাখছে আত্মঘাতী ইচ্ছার
প্রদেশে ;
আজ আমি পরাজিত সুনির্মম এই যুদ্ধে, এই তীক্ষ্ণ স্মৃতিহননেব।

অথচ কোথাও নেই মানবিক সান্ত্বনার ভাষা কিংবা মন্দ্র যৌবনের
অন্তর্লীন পিপাসার নিভৃত আশ্রয় ; আমি কাকে চেতনায় অন্তরঙ্গ
করে নেবো, কে আমাকে স্পর্শ করবে মহিমায়, বেদনায়, চিরজীবনের ?
জীবনের সব জ্বালা দূর হবে খুঁজে পেলে কোন্ সান্দ্র রূপের বিভঙ্গ ?

জানি না জানি না আমি। শুধুমাত্র রক্তস্রোতে অনুভব করি অনুষঙ্গ
আকাশ বাতাস মাটি আর এই মরজীবনের ; এক ক্রূর আত্মরতি
আমাকে বিষণ্ণ করে, রুগ্ন করে, দুই চোখে স্পষ্ট করে তৃষ্ণার অনঙ্গ।
কতো কথা জমে ওঠে স্বার্থমগ্ন পৃথিবী ও পাপবিদ্ধ সংসারের প্রতি।

যন্ত্রণার অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে আছি যৌবনের অস্থির স্থপতি।
চতুর্দিকে বহে যাচ্ছে খরস্রোত দীপ্র জীবনের ; স্থির এক যন্ত্রণার
প্রতিচ্ছবি দেখে দেখে নিভে আসছে সব আলো, নেমে আসছে
অনুভবে যতি—
অর্থহীন হয়ে আসছে সব কিছু ঃ প্রেম, মৃত্যু, স্বার্থ, ক্ষোভ—
সমস্ত সংসার।...

শ্লোক

এই যে আকাশ তার অন্তহীন রূপের উৎসব
অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়েছে বাসনার বেদনার মতো,
খুলেছে মেঘের ঝর্ণা,— দুঃখবাদী হৃদয়ের কাছে
তার সব প্রত্যয়ের প্রত্যাশার ঢের মূল্য আছে
স্মৃতির একক লগ্নে ; আকাঙ্ক্ষার প্রমত্ত বৈভব
পাহাড়ী নদীর মতো ছোটে তাই, আর অবিরত

অনুভবে আবেগের উর্ণনাভ বোনে স্বপ্নজাল
প্রতিদিন প্রতিরাত ; অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমার
অকূল রহস্য ভাসে চেতনার থই থই হ্রদে।…

তবুও স্মৃতির ফুল নন্দিত ইচ্ছার মোহ-মদে
আমাকে মাতাল করে ; (আমি খুঁড়ি শোকের পাতাল।)

নীল চোখে মূর্ত হয় যৌবনের যন্ত্রণা অপার।

কে যেন এখনো ফেরে

জীবনানন্দের মতো একা বসে আছি হৃদয়ের
বাতায়ন খুলে দিয়ে ; কবিতার সান্দ্র আবেগের
গঙ্গায় ভাসিয়ে নৌকো চেতনার, বসে আছি আজ
একাএকা ; শেষ হলো পাঠ করা দিনের নামাজ
এতোক্ষণে পৃথিবীর আলোর পিতার। একে একে
পাখিগুলো ফিরে যাচ্ছে যার যার নীড়ে ; সন্ধ্যা নামে
দিকে দিকে ; থেকে থেকে মনে হচ্ছে : সর্ব দিনযামে
কে যেন এখনো ফেরে অহর্নিশ আমাকেই ডেকে।

বসে থাকবো একাএকা আরণ্যক নদীটির পাশে,
তারা ফুটবে একটি দুটি সুবিশাল আকাশের গায়—
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার নেমে আসবে সবার ওপর।
আমি শুনবো কান পেতে ঝাউয়ের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে
যৌবনের আর্ত কণ্ঠ ; ব্যর্থতার তীব্র যন্ত্রণায়
অন্ধকার নেমে আসবে আলো করে হৃদয়ের ঘর।

রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বীকারোক্তি

আপাতত অন্ধকারে ডুবে আছি। এই শতাব্দীর
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার ঢেকে আছে আমার চেতনা।
কোথাও আশ্রয় নেই ; আলোকের শেষতম রেখা
মুছে গেছে চেতনার সাম্রাজ্যের থেকে। কী অস্থির
চিন্তার সুতীব্র তাপে পুড়ে যাচ্ছি ! দুঃখের দ্যোতনা
চতুর্দিক ঘিরে আছে ; (অন্ধকারে লুপ্ত পথরেখা।)

এবং সুস্পষ্ট দেখছি আত্মঘাতী এই শতকের
সর্বনাশ। পরিণাম আমাকেও শিকার করেছে
দক্ষ শিকারীর মতো ; অসহায়, বড়ো অসহায়
আমি আজ, মূঢ়তায় সমর্পিত ; আত্মহননের
কী নিতল বিষণ্নতা দেহমন ক্ষুধায় ভরেছে !
উন্মাদ, অস্থির আমি প্রবৃত্তির তীব্র যন্ত্রণায়।

তোমার কবিতা, গান, ছবি, কিংবা গল্প উপন্যাস--
এই তীব্র শোকে তবু আমার সান্ত্বনা বারোমাস।

ছায়ানট

যদিও হয়েছে মৃত্যু দু চোখের সাগরের নীরে
বহুবার, বহু ক্লান্ত উদাসীন রাত্রিদিন জুড়ে—
তবুও পেয়েছি খুঁজে মরণের অতল গভীরে
একটি অমৃতদীপ ; জীবনের পিপাসার সুরে,
সেই দীপ দূর করে হতাশার অন্ধকার ধূ ধূ
চেতনাব বেদনার সুগভীরে দোলা দেয় শুধু।

আকাঙ্ক্ষার ঢেউগুলো হৃদয়ের আলোক-বলয়ে
চিহ্ন রেখে চলে গেছে ; কান্নার সমুদ্র পার হয়ে,
কে যেন সভয়ে এসে বকুলের সিক্ত মালা নিয়ে
আমাকে পবিত্র করে বেদনার অশ্রুজল দিয়ে।
আমি তো জানি না, আহা, কে যে সেই ব্যথা-বিলাসিনী,
তবু যেন মনে হয় ঃ' বহু যুগ হতে তাকে চিনি।

অনেক নাবিক এসে প্রত্যহের বন্দরে বন্দরে
রেখে গেছে নানা পণ্য—রকমারী, বিচিত্র, প্রচুর ;
তবু কেন স্বপ্নবতী এ-মনের নিভৃত কন্দরে
বেজে ওঠে বারবার অন্তহীন শূন্যতার সুর ?

তাই আজ তীব্রতম বেদনার নীলপদ্ম গানে
আমিও পেয়েছি খুজে জীবনের অন্যতর মানে।

জন্ম-বিলাসিনী

Her seed ran is brooks, her seed sang in the trees, and looked peacefully at me from flowers. I lay and sang.

—Rainer Maria Rilke.

যে-মেয়ে আমায় কাটে দিনরাত কান্নার করাতে,
তার কানে চুপিচুপি বলে দেবো অন্ধকার রাতে
চেতনায় উপলব্ধ বেদনার বহু নীল কথা—
মনের সমুদ্রে যারা আজো তোলে ঢেউ-ব্যাকুলতা।
মনে হয়ঃ কবে যেন প্রাণ ছিলো জন্মের অতীত,
সেই দিন ভুলে গিয়ে আকাঙ্ক্ষার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত
যে-মেয়ে পাশব বুকে ছড়ালো প্রেমের পবিত্রতা,
তার কাছে বলে দেবো হৃদয়ের রক্তরঙা কথা।
সে-কথা জন্মের কথা ; সেই মেয়ে জন্ম-বিলাসিনী।

সুদূর অতীত হতে ভেসে এসে স্মৃতিগর্ভ হ্রদে
তাই তোলো ব্যথা-ঝড় ; মনে হয়ঃ নরকের কালো
ঠেলে ঠেলে আসতে চায় কে যেন এ-আলোর জগতে।
বহু পথ পার হয়ে জীবনের পূর্বপার হতে
দু পায়ে যে হেঁটে আসে, তাকে চিনি, সে যে তৃষ্ণা, আলো!
তাই তাকে অনুভব করি আমি আজো পদে পদে।

স্থির চোখে তাকে চিনি, সেই মেয়ে জন্ম-বিলাসিনী॥

অন্ধকার রাত্রিগুলো

অন্ধকার রাত্রিগুলো ক্রমশই ম্লান হয়ে আসে।
ছাড়ায় কান্নার আর্তি চেতনার গহন-গহীনে,
অনেক ব্যথায় ভরা ছলেছিলো আষাঢ়ের দিনে
অন্ধকার রাত্রিগুলো অশ্রু হয়ে দু নয়নে ভাসে।

হয়তো এখনো তীব্র হতাশার এই রাত্রিগুলো
বহুদূর গ্রামে পড়ে-থাকা কোনো মূক বধূপ্রাণে
ছড়ায় প্রেমের ব্যর্থ মুঠো মুঠো হাহাকার-ধুলো ;
মনের আকাশ ভরে যন্ত্রণার রক্তজবা গানে।

অন্ধকার রাত্রিগুলো কেন এতো তীক্ষ্ণ বেদনার ?
হৃদয়ের বেহালায় কেন তোলে উদাসীন সুর ?
কেবলি বাজায় কেন ভীরু বুকে আহত নূপুর ?
ভাঙা মনে কেন জ্বালে ব্যথাবতী স্মৃতিকে আবার ?

অন্ধকার রাত্রিগুলো থেকে থেকে আমাকে কাঁদায়।
বিদীর্ণ পাঁজরে আনে মৃত্যুময় থরোথরো সুর,
বিস্মৃতির পথে গিয়ে বারবার ফিরে ফিরে চায় ;

অন্ধকার রাত্রিগুলো অনুভবে বেদনাবিধুর।

আকাঙ্ক্ষা

স্থবির ছায়ার নিচে আজো আমি পথ হেঁটে চলি
পাণ্ডুর ঠোঁটের কোণে চেপে রেখে বেদনার ভাষা ;
গভীর এ দু নয়নে স্তব্ধ করে সব কাঁদাহাসা
আমি শুধু পৃথিবীর মরুভূমি পার হয়ে চলি।
আকাঙ্ক্ষার রক্তরঙে আমি আজ রাঙা হই শুধু,
হৃদয়ের স্বপ্নখানি বারবার ভেঙেচুরে যায় ;
মনের আকাশে তাই তারাগুলি মিটিমিটি চায়
আহত পাঁজরে ঝরে যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস ধূ ধূ।

আমার আকাঙ্ক্ষা তাই অন্তহীন সমুদ্রের হাওয়া,
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই জীবনের হারানো সে-গান,
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই অবিষণ্ণ স্বপ্ন ফিরে পাওয়া,
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই নিরন্নের আর্তনাদ তান।

সমস্ত জীবন ধরে আমি শুধু গান গেয়ে যাবো—
আকাশের কোণে কোণে যে-গানের করুণ ক্রন্দন
ঝড় হয়ে ভেঙে দেবে সব ব্যর্থ অচলায়তন ;

সমস্ত বাধার শেষে সেই গানে মুক্তি খুঁজে পাবো।

যোসেফের প্রতি সমবেদনায়

আমরা সবাই জানি যোসেফের ব্যর্থতার কথা।
দ্বিতীয় যোসেফ সেই,—ইতিহাসে করুণার মূর্তি,
যে নাকি অনেকগুলো যুগাতীত বিপ্লবী সংস্কার
প্রবর্তন করেছিলো ; আপনার উদরের পূর্তি
যার একমাত্র কাম্য ছিলো নাকো ; প্রজাদের ব্যথা
বুঝেছিলো, দেখেছিলো অন্ধকার নানা অজ্ঞতার।

সে-ও নাকি স্বীয় ধর্মে ব্যর্থই হয়েছে ; ইতিহাস
এ-কথাই বলে বলে মুখরিত। অথচ সৃষ্টির
গূঢ় অবচেতনায় যে-যন্ত্রণা সুপ্তকল্প, সে-ও
ব্যর্থতাকে সাফল্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়ে
আরেক জন্মের জন্য মৌণলগ্নে ফেলে দীর্ঘশ্বাস ;
কারণ যা কিছু ধ্রুব সভ্যতার অথবা কৃষ্টির
ব্যর্থতার কাছে ঋণী তার সকলই অপরিমেয়।

হয়তো যোসেফ গেছে ইতিহাসে স্বচ্ছ কিছু দিয়ে।

একটি প্রত্যয়ঃ প্রথম 'সংবর্ত' পড়ে

শোক নয়, দুঃখ নয়, কিংবা আশা আনন্দও নয়,
একমাত্র কবিতাই পৃথিবীতে অকলুষবিদ্ধ।
আমরা বিমূঢ় নেত্রে দেখে যাই মৃত্যু, অবক্ষয়,
ঘৃণা, ক্লান্তি, ক্ষোভ, কাম; দেখে দেখে দু চোখ ফেরাই
শূন্যতার অন্ধকারে। লক্ষ কোটি আকাঙ্ক্ষায় বিদ্ধ
হয়ে, অবশেষে যাই, যথাকালে ঠিক ঝরে যাই।...

অথচ কুটিল মৃত্যু আর তার তীক্ষ্ণ অহঙ্কার
অনায়াসে জয় করে বেঁচে থাকে শিল্পীত প্রত্যয়
জন্ম থেকে জন্মান্তরে গাণিতিক সময় পেরিয়ে;
আর কাব্য স্পর্শমণি; যাকে ছোঁয়, তার অন্ধকার
যতোই হোক না গাঢ়, স্নিগ্ধ করে; যায় তাকে নিয়ে
সেই দূর তীর্থপথে, যেই পথে লুপ্ত সব ভয়।

দুঃখের আগুন জ্বলে কবিদের দেহে ও অন্তরে,
কবিতার আলো জ্বলে ধ্যানমগ্ন চৈতন্যের ঘরে।

রূপান্তরিত শিল্পীর স্বীকারোক্তি

একদিন লিখতুম, আজ আর লিখি না কবিতা।
আজ আমি ছবি আঁকি
ছবি আঁকি···শুধু ছবি আঁকি ;
আমার হৃদয়ে আজ আর নেই কবিতার উৎস—সেই চিরন্তন চিতা
রঙ তুলি ক্যানভাস—এই আজ আমার সম্বল ;
আর নীল···গাঢ় নীল বিশাল আকাশ
এবং বিগত কোনো স্মৃতির আভাস
আর কিছু পরিশ্রুত রক্ত, অশ্রুজল।
বিকেলী নদীর তীরে শান্ত বনস্থলী
বেছে নিয়ে স্থির হয়ে বসি
পসরা বিছিয়ে আমি ; দূরের রূপসী
প্রকৃতির প্রাণচিত্র একমনে চলি, এঁকে চলি।
ভেবেছি কাটিয়ে দেবো বীতশ্রদ্ধ বীতরাগ নিঃসঙ্গ জীবন
প্রাকৃতিক প্রতিভাস নিয়ে ;
যন্ত্রণার রঙে রঙে কল্পনার হৃদয় রাঙিয়ে
অনুভবে মূর্ত করে সেই আর্ত ধ্রুব উজ্জীবন।

মিতভাষণ

বলো, দুঃখ কিংবা দৈন্য কী তোমাকে ব্যথা হানে
বারবার, যখন সূর্যের শিখা চিরায়ত বিস্ময়ের টানে
জ্বলে ওঠে দাউদাউ মধ্যাহ্নের বুকে? (প্রেমিকের হৃদয়ের
আর্তির অনৃত।)
বলো, তখন কী তোমাকে ব্যথা হানে বারবার, যৌবনে বিধৃত
দুঃখ কিংবা দৈন্য: দৈন্য কিংবা দুঃখের অমৃত?

আমি তো জানি না তার মূর্চ্ছনার সবটুকু মানে
যখন পূর্ণিমাআলো প্রাণান্তিক যন্ত্রণার দুর্নিবার গানে
এ-মন আচ্ছন্ন করে, চেতনার বেহালায় তোলে তীব্র সুর,
দু চোখের থই থই জলভারে বেদনাবিধুর—
তখন মৃত্যুর প্রেমে সেই সাধ চলে যায় জীবনের তটরেখা হতে
বহুদূর।

তাহলে এসো, দু জনে মিলে দুঃখেরই রৌদ্র পোহাই।
কারণ বিরহ ভিন্ন মিলনের অন্য কোনো পথ জানা নাই
আমার, এবং হয়তো তোমারও;
তারপর দুঃখস্নান হয়ে গেলে মুক্তি খুঁজো তুমি যতো পারো
স্তব্ধ স্মৃতির গভীরে,—যেখানে দর্শন মেলে আপনার নিভৃত
আত্মারও।

জনন-যন্ত্রণা

মনে রেখো, চিরায়ত যৌবনের জনন-যন্ত্রণা
ব্যর্থতার অন্ধকারে কোনোদিনো আত্মঘাতী নয়।
যদিও বা আকাঙ্ক্ষার ব্যভিচারী অনেক মন্ত্রণা
স্পষ্ট হয় সেই লগ্নে, তবুও তো ব্যর্থতার ভয়

অনায়াসে জয় করে আপনার স্বকীয় অন্বয়ে
যৌবনের ফল্গুৎসব জেগে ওঠে প্রাণের প্রাঙ্গণে ;
তাছাড়া ঘ্যাখোনা ভেবে ঃ শোক, দুঃখ, মৃত্যু, জরা, ক্ষয়ে
পঙ্গু এই জীবনের চারিধারে মাঠ, নদী, বনে

কেমন বিমর্ষ চিত্র বেঁচে আছে আজন্ম আবেশে !
অথচ বাধার শিলা চূর্ণ করে জীবন-কাবেরী
বহে চলে মহাবেগে সাফল্যের সমুদ্রের পানে।

এ-চিত্রের পাশাপাশি তুমি আমি মরণের শেষে
একটু স্থানের জন্য লালায়িত ; জননের ফেরি
চিরকাল ছোটে তাই যৌবনের দুর্নিবার টানে।

বাঁচা

কিছুই থাকে না জেনো, চিরকাল থাকে না কিছুই।
যথাকালে ফোটে, ফের ঝরে যায় বাসনার যূঁই
মনের বাগানে—
কে বা জানে কোন্ স্বপ্নে কোন্ দূর হৃদয়ের টানে!

দুরন্ত ইচ্ছার দ্বীপে প্রত্যেকেই বন্দী হয়ে আছি
রাত্রিদিন; যন্ত্রণার শ্রাবণের খুব কাছাকাছি
তবু শান্তি আছে,
যার স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে ক্লান্ত মন আজো বেঁচে আছে।

দুঃখের গঙ্গার জলে স্নান কর আমরা কেউ কেউ
অনায়াসে তৃপ্ত থাকি; আকাঙ্ক্ষার কী উত্তাল ঢেউ
এসে ভেঙে পড়ে
জীবনের তীরে তীরে, ভেঙে পড়ে অন্তিম প্রহরে!

তবু বাঁচি, বেঁচে থাকি, বাঁচতে হবে বলে শুধু নয়—
পৃথিবীর স্বেদ, রক্ত, ক্লান্তি, ক্ষুধা সমস্ত বিজয়
করা যায় বলে,
সকলেই বেঁচে থাকি পুড়ে পুড়ে দুঃখের অনলে।

রাত্রি

মনে হয় রাত্রিগুলো যেন কতো পথ হেঁটে এসে
ক্লান্ত হয়ে ভাঙা বুকে ঠাঁই নেয়।   ভোরের বাতাসে
বিদায়ের ছায়াম্লান ব্যথাবতী কতো স্মৃতি রেখে
চলে যায় কেঁদে কেঁদে ; তবু যেন কতো ভালোবেসে
বেদনার ঘন কালো মেঘ হয়ে মনের আকাশে
থরোথরো হাহাকারে রাত্রিগুলো ফিরে যায় ডেকে।

মনে হয় রাত্রিগুলো সব যেন বিদায়ী অতিথি।
বারেবারে চোখে আর চুলে আর নরম শরীরে
অন্ধকার মেখে মেখে ডেকে যায় হাতছানি দিয়ে ;
অথচ আশ্চর্য এই : জীবনের শেষ পরিমিতি
কখনো ত্মাখে না স্বপ্ন শুধুমাত্র রাত্রিকেই ঘিরে ;
অন্ধকার রাত্রিগুলো যায় না তো স্থির লক্ষ্যে নিয়ে।

মনে হয় রাত্রিগুলো যেন বড়ো যন্ত্রণাকাতর।
মৃত্যুর কবর খুঁড়ে হাহাকারে খুঁজে ফেরে তারা
চেতনার ক্ষতচিহ্ন ; হতাশার রৌদ্র, হিম, ঘামে
অযথাই শ্রান্ত হয়ে তারা তাই হয়েছে পাথর।

পার হলে ব্যর্থতার বালিতপ্ত দিনের সাহারা,
আজো তাই ছলোছলো দু নয়নে রাত্রিরেখা নামে।

গ্যাখো, বিষণ্ণতা কেমন ঝরছে

গ্যাখো, বিষণ্ণতা কেমন ঝরছে
জীবনের চতুর্দিকে।

আমি তো তাকিয়ে আছি
অকৃপণ স্থির চোখে তাই
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
যেখানে দুঃখের বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে ঝরে ;
(ভাবলেও বিস্ময় জাগে কী আশ্চর্য আমাদের মন
এবং কী ক্ষণস্থায়ী শারীরিক আয়ু !)
যদিও জানি না কেউ
জন্মের আগের কিংবা মৃত্যুর পরের ইতিহাস,
তবুও সুস্থির জ্যোতি চোখে জ্বেলে থাকি, চেয়ে থাকি,
মননের গাঢ় অন্ধকারে।

তুমিও সুস্থির হও, হে জননী, অই ধ্রুব কেন্দ্রে।
আমি দেখি প্রাণ ভরে—
যতদিন আয়ু থাকে ততদিন যেন দেখে যাই
চিরচেনা আমার এ-বাংলাকে ;
যেন দেখি ঘরে ঘরে স্নিগ্ধতার ছবি,
মাঠে ধান, পথে ধুলো, গৈরিক মৃত্তিকা
আর সুনীল আকাশ।

আমার সমগ্র সত্তায়
গ্যাখো, বিষণ্ণতা কেমন ঝরছে।

ভাবাভিসার

ভাবের তরঙ্গে ভেসে যাবো আমি তোমার হৃদয়ে।

আমার দু চোখে জ্বেলে বৈশাখের দীপ্ত মধ্যমণি
তুমি তো করেছো বন্দী নিরুক্ত প্রণয়ে এ-যৌবন
যন্ত্রণার ভাববৃত্তে ; বাসন্তিক শোক, দুঃখ, ক্ষয়ে
তুমি তো দিয়েছো হাতে অপরূপ রূপের খঞ্জনী,
স্পর্শে যার জেগে ওঠে অন্ধকার মৃতকল্প মন।

স্মৃতির ভৃঙ্গারে তাই গড়ি সেই অনুক্ত প্রতিমা
শিল্পীর আবেশ মেখে মুঠো মুঠে সমগ্র সত্তায়
বেদনার ধারাস্নানে উদয়াস্ত জুড়িয়ে চেতনা ;
পেয়েও হারাই তাই ভাবনার সমুদ্রের সীমা
বারবার, মুক্তি খুঁজি আকাশের নীল মত্ততায় ;
মনের মরুতে তাই পুষে রাখি অব্যক্ত বেদনা।

মধুর যৌবনদাহ জ্বেলে নিয়ে বুকের গভীরে
ভাবের তরঙ্গে আমি ভেসে যাই অভীপ্সার ভিড়ে।

জেসন্

অভিজ্ঞান নগ্ন তার আযৌবন রূপের অনৃতে।
মৌসুমীবিধুর তাই তার মন, আর তার দেহ
পুষ্পের যৌবন যেন ; অথচ কখনো যদি কেহ
তাকে বলে : কাকে তুমি দূরযানী স্মৃতির অমৃতে
পান কর প্রতিদিন প্রতিরাত ? অমনি সে দু হাতে
দু চোখ আবৃত করে ; যেন তার ভোরের ভৈরবী
মুছে গেছে অন্ধকারে। যদিও নিবিড় মন্দ্র রাতে
ইচ্ছার বাগানে তার ঝড়ে পড়ে তৃষ্ণার করবী।

এবং আদিম সেই আকাঙ্ক্ষার নীল মত্ততায়
সে আজ ভিখারী যেন ; অনুক্ষণ সুতীক্ষ্ণ তূণীরে
বিদ্ধ, ক্ষতবিক্ষত সে। হায়রে, মননী-স্বচ্ছতায়
সে আজো ছাখেনি দাহ মায়ামৃগ-রূপের গভীরে !

মানুষের মানুষীর প্রণয়ের আরণির মতো
কোনো দুঃখ নেই বুঝি তার নর্মে প্রতিক্রিয়া রত।

সময়-কে

ঢের ঢের ভারী কথা শোনাবার আছে
সময়ের হৃদয়ের কাছে।
স্মৃতির অন্বয়ে যারা বন্দী হয়ে আছে
গোধূলির ঘাস আর শিশিরের কাছে,
অগণন যুগ যুগ ধরে
কেন তারা মরে
মাথা কুটে সময়ের প্রাচীরের গায়ে ?
দূরে যায় কারা বলো ভাটিয়ালী নায়ে।

আমি বাঁচি আকৈশোর, বাঁচি আযৌবন
সময়ের সুনিবিড় স্নেহের ছায়ায় ; ক্লান্ত মন
অবশেষে একদিন কেঁদে কেঁদে মরে মুক্তি খুঁজে —
তখন সময় ভাবে কতো কথা দুই চোখ বুজে।

উন্মেষ

ব্যাকুল বাতাসে স্মৃতি কেঁদে মরে

কেঁদে মরে যন্ত্রণার সুপ্তিলোকে
ঝমঝম বর্ষার নিঃসঙ্গ নির্জনে
পলাশ করবী আর শিমূলে কিংশুকে।

অথচ নিবিড় স্বপ্ন যৌবনের রক্তজবাটিকে
কাঁপিয়েছে কতোবার শ্রাবণের শ্রমণ বিকেলে
আকুল আর্তির গাথা শুনিয়ে যে তোমাকে আমাকে!

বিরহী ব্যথায় স্মৃতি কেঁদে মরে
আকাশ কান্নায় ঢাকা
অন্ধকার লগ্নে হয় উষার উন্মেষ।

স্মৃতি-গাথা

আমার স্মৃতিগুলো জ্বলছে দাউদাউ
দাও, তুমি নিভিয়ে দাও।

আমার কৈশোর এতোকাল নীরবে জ্বলেছে
দুঃখের সুতীব্র মরুদাহে ;
এতোকাল পুড়েছে শূন্যতার অসহ্য অঙ্গারে—
(দু ঠোঁটে আঙুল চেপে—চুপচাপ)
পুড়েছে, আমার সুস্নিগ্ধ কৈশোর।

এবার জ্বলবে জানি আমার যৌবন।
যৌবনের যন্ত্রণার দুঃসহ আগুনে
জ্বলবে আমার স্বর্ণিল যৌবন ;
আমার যৌবন জ্বলে পুড়ে মুঠো মুঠো ছাই হয়ে যাবে ;
তারপর সেই ছাই দিনান্তের নিঃসঙ্গ হাওয়ায়
উড়বে, শুধু উড়বে ধূসর আকাশের বাউল বুকে।

* * * * *

অথচ তখনো কোনো মত্ত মন রাঙাবে ফাগুন।
আমাকে পোড়াবে সেই ফাগুনের দুরন্ত আগুন।

স্মৃতিরেণু

স্মৃতির সমুদ্রে তাই উথালপাথাল।
কারণ, যদিও আমি মূক অঙ্গীকারে
হৃদয় বেঁধেছি, তবু প্রত্যয়ের হাল
যদি ভেঙে যেতে চায় তীব্র ব্যথাভারে—
জানি, তবু স্মৃতিস্নানে পাবো তার মনের নাগাল।

মনের দিগন্তে তাই প্রেমের কুয়াশা
জমা হয় সারারাত, তারপর ভোরে
যখন আশ্চর্য প্রেমে প্রকৃতির ভাষা
গান হয়, স্বপ্নবতী সেই তিথিডোরে
আমার চেতনা খোঁজে পূর্বাকাশে স্নিগ্ধ ভালোবাসা।

যদিও ব্যাকুল লগ্নে হারানো অন্বয়
(যৌবনের অন্ধকারে বাসনার মতো)
হৃদয়ের হ্রদে হানে সামুদ্রিক ভয়,
মদির স্মৃতির রেণু তবু অবিরত
অতীত আগামী জুড়ে করে চলে যন্ত্রণাকে জয়।

একটি অনুভব

অবিরল জনস্রোতে কী রকম প্রচণ্ড জোয়ার !
ভাঙে বুঝি পাড়
জীবন ও যৌবনের ;
চেতনার অন্ধকার যন্ত্রণার স্বাদ আমি স্পষ্ট পাই টের ।

হে অনাদি বসুমাতা,
মানুষের অনুভবে অন্তহীন ব্যথাবেদনায়
কতো স্মৃতি মৃত হয়, কতো সাধ ঝরে পড়ে যায়—
যদিও মানুষ নয় আপনার ভাগ্যের বিধাতা !

অথচ স্বকীয় প্রেমে অন্ধ মানবের
অনুত্তীর্ণ অমেয় বিষাদ
নিয়ত বেদনা পায় ; আত্মহননের
তীব্র দাহ বুকে পুষে বৃথা গোনে ভয়ের প্রমাদ ।

এবং ইচ্ছার স্রোতে ভেসে যাবে বলে
স্মরণীয় প্রথম প্রহর
এতো ম্লান, রমণীয় বলে মনে হয় ; তীব্র কামের অনলে
যদিও সতত পোড়ে যৌবনের সুনির্জন ঘর ।…

বৈশাখ-হৃদয়

আমার হৃদয় আজ বৈশাখের মধ্যাহ্নের মতো
খরতাপে দগ্ধপ্রায়।
এ-প্রাণের শূন্য আঙিনায়
কোথাও সান্ত্বনা নেই, যন্ত্রণায় পুড়ি অবিরত।

আচ্ছন্ন চেতনা জুড়ে বেদনার শিখা
অহর্নিশ দাউদাউ দাউদাউ করে জ্বলছে শুধু;
সমগ্র সত্তায়, মনে অন্তহীন মরুভূমি ধূ ধূ—
আজ কবিহৃদয়ের চারিদিকে শোকের পরিখা।

আমার মায়ের মৃত্যু আজ প্রায় আঠারো মাসের
পুরোনো কাহিনী এক; হয়তো বা হয়ে গেছে হিম
তার স্মৃতি বহু বহু আত্মীয়ের মনে।

'মরণের
অন্ধকারে শুয়ে আছে মা আমার বুকে নিয়ে হিম।'
এ-কথা যখনই ভাবি, সব কিছু হয়ে আসে হিম;
অনুভবে বৃষ্টি ঝরে স্মরণের, ঝরে রিমঝিম।

দ্বাদশপদী

কাল রাত্রে যে-যুবক যৌবনের যন্ত্রণার কাছে
নিজেকে অর্পণ ক'রে বিনিঃশেষে, সুখী হয়েছিলো—
আজ ভোরে সে-যুবক শূন্যতায় মগ্ন হয়ে আছে।

আকাশের নীলিমায় স্থির রেখে দুইখানি চোখ
সে এখন বসে আছে হৃদয়ের বাতায়ন খুলে ;
দু চোখের হ্রদে তার কী বিপুল টলোমলো শোক!

বলো, এ কী হলো তার! চেতনার স্বপ্নকামনাকে
কে এসে পোড়ালো তার? অবরুদ্ধ আর্ত হাহাকারে
কে আজ ভরালো তার জীবনের ধ্রুব বাসনাকে?

হে আকাশ, হে বাতাস; হে বিবাগী অনন্ত জলধি,
যদি কেউ জেনে থাকো, তাহলে আমাকে বলে দাও
কী করে শুকাবে এই যুবকের নয়নাশ্রু-নদী!

নিঃসঙ্গতা সবচেয়ে ভালো

নিঃসঙ্গতা সবচেয়ে ভালো,
সবচেয়ে সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো।

এই যে রাত্রির কালো অন্তহীন রূপ
অনুভবে জ্বালে এতো বাসনার বেদনার ধূপ,
এই যে আশ্চর্য নীল গহন সাগর
কেবলই বাড়িয়ে তোলে হৃদয়ের জ্বর,
এই যে অরণ্য আর এই যে প্রান্তর
যার বুকে কান পাতলে শোনা যায় প্রকৃতির পরিচিত স্বর,
এ সকলই অতুলন···অনিন্দিত ভালো ;
কিন্তু কেন এতো ভালো ?
(যেহেতু নিঃসঙ্গতা সব চেয়ে ভালো।)

সবচেয়ে সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো,
নিঃসঙ্গতা সবচেয়ে ভালো।

দিদির জন্য

এখন তোমার সামনে সংসারের ঢেউ
বারবার ভেঙে পড়ে। চারিদিকে কেউ
নেই যেন, শূন্যতার থই থই হ্রদে
জীবন নিমজ্জপ্রায়। তবু পদে পদে
নন্দিত স্বপ্নের আলো বিচ্ছুরিত হয়
এবং চেতনা খোঁজে হারানো অন্বয়
দূরগন্ধা অতীতের। স্মৃতির শিকড়
সত্তার মাটির নিচে আবেগের ঘর
গড়ে তোলে ; জনয়িত্রী তোমার সে-মন
শুরু করে মাতৃত্বের ভুবন ভ্রমণ
সব কিছু ভুলে গিয়ে ; পুত্র কন্যকার
সুখ-দুঃখ এক হয়ে হৃদয়ে অপার
যন্ত্রণার ঢেউ তোলে ;;···আর সেই টানে
ভাস তুমি জীবনের স্রোতের উজানে
সব কিছু পণ করে। তুলে যাও সব—
আপনার সুখ-দুঃখ, আশার বৈভব
আদিম সে-রূপকল্পে।
তোমার হৃদয়,
সন্তানের মুখ চেয়ে ভোলে মৃত্যুভয়।

নির্জন প্রার্থনা

হৃদয় থেকে প্রণয় নিয়ে করুণাঘন রাতে
হে মনোলীনা, গাও না সুরেলা গান ;
দেখবে অনেক ব্যথার প্রপাত
দেখবে হাজার স্মৃতি-পারিজাত
ঝরবে কেবল, করবে পূত মনের বাগান।

প্রণয় থেকে হৃদয় নিয়ে দিনের রাঙা হাতে
হে মনোলীনা, পরাও না শ্বেতশাঁখা ;
দেখবে অনেক দূরের আকাশ
দেখবে গভীর মায়াবী আভাস
ডাকবে তোমায়, প্রাণের পটে স্বপ্ন হবে আঁকা।

হৃদয়ে মেখে স্মৃতির সুর
ঠেকছে যেন কতোই দূর
তোমার প্রেম, ব্যথাবিধুর
গহীন চেতনায়—
প্রণয়ে তবু সুখের ঝড়
কাঁপিয়ে ফেরে বুকের ঘর
হারানো কোনো গভীর বেদনায়।

এই যে আলোকবৃত্ত

এই যে আলোকবৃত্ত যন্ত্রণার দিগন্তের বাঁকে
কেবলই আমাকে ডাকে দুর্নিবার মায়াবী আঙুলে
প্রতিদিন প্রতিরাত, কিছুতেই যার আকর্ষণ
কাটাতে পারি না আমি, আমি যার প্রাণস্পর্শী ডাকে
পারি না না দিয়ে সাড়া, প্রত্যহের চেনা পথ ভুলে
মনে হয়, যেন তার ডাকে সাড়া দিয়েছি কখন।

কারণ আমি তো আজো ব্যথাবিদ্ধ সে-আমিই আছি,
যৌবনের রূপাঞ্জন চোখে মেখে যে-আমি বাউল
পিপাসার গানে গানে ভরে দিয়ে দুরন্ত দুপুর
বৈশাখী হৃদয়ে হানি নিঃসঙ্গের থরোথরো সুর ;
কখনো বা তাকে খুঁজি অন্ধকারে ; আমি যে বাউল
কান্নার দিশারী হয়ে তাকে চাই প্রেমে কাছাকাছি।

আমি বাঁচি যন্ত্রণার শূন্য পথ ধরে ; বেঁচে আছি
তারই বেদনা নিয়ে, যে আছে স্মৃতির কাছাকাছি।

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের জন্য

বৃথা স্বপ্ন দেখে গেলে। যন্ত্রণার নিঃসঙ্গ শিমূল
ঝরেছে তোমার মনে, মনের বাগানে কতো দিন
কতো রাত্রি! নিদ্রাহীন দুই চোখে আর্তির বকুল
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে ঝরে ঝরে হৃদয়ের ঋণ
কেবলই বাড়িয়ে গেছে; মমতার শান্তিনিকেতনে
ভয়ঙ্কর পশু এসে বারবার লুব্ধতার লালা
ফেলে গেছে; মানবিক সভ্যতার শান্ত তপোবনে
এখন হয়েছে শুরু আত্মক্ষয়ী হিংস্রতার পালা।

বৃথা শান্তি খুঁজে গেলে। আগামী দিনের পৃথিবীকে
আর সেই পৃথিবীর অনাগত মানুষগুলোকে
কেন ভালোবেসে গেলে প্রাণ দিয়ে? মানুষের মন
এখনো রয়েছে মগ্ন ঘৃণ্য অন্ধকারে; দিকে দিকে
তাইতো এখনো এতো দাবানল;
প্রেমের আলোকে
বৃথাই রাঙালে তুমি এই বৈশ্য সভ্যতার মন।

অভিজ্ঞান

কেউ কেউ পৃথিবীতে দুঃখ পায়—দুঃখের আঁধারে
সমস্ত আবৃত ছ্যাখে ; আঁকাবাঁকা স্মৃতির সড়কে
স্থাবর জঙ্গম জুড়ে শুধু ছ্যাখে কান্নার মিছিল।
কালের কোকিল ডাকে ক্লান্ত স্বরে—ডাকে বারেবারে
সেইসব হৃদয়ের সুগহনে ; দুঃখের মড়কে
সতত বিধ্বস্ত চোখে তারা ছ্যাখে শোকার্ত নিখিল।

আবার অনেকে আছে যারা নাকি সুখের আলোকে
সমস্ত প্লাবিত করে ; রাত্রিদিন আনন্দের হ্রদে
স্নান করে চিরস্নিগ্ধ। সকালের বিকেলের আলো
কী আশ্চর্য স্বপ্ন আনে সে-সব হৃদয়ে ! কোনো কালো
পারে না আশ্রয় নিতে তাদের জীবনে। প্রতি পদে
হাসির নির্মল শিখা আলো ছ্যায় তাদের ভূলোকে।

অথচ প্রাণের পটে, তুমি জানো, আলোকে আঁধারে
সুখদুঃখ সমভাবে অভিজ্ঞান এঁকে দিতে পারে।

স্বপ্নরেণু

প্রসন্ন কোমল স্বপ্ন হৃদয়ের অবচেতনায়
বেঁধেছে দুঃখের ঘর। পিপাসার ধূ ধূ মরুভূমি
নিকটে, অথচ দূরে যন্ত্রণার শ্রাবণের জলে
মনোহ্রদ টলোমলো ; আমি তৃষ্ণা নিয়ে বাঁচি। তুমি
তবুও অনেক দূরে সরে যাও। রক্তকণিকায়
ইচ্ছার প্রবাহ বহে নিশিলগ্নে, তীব্র শিখা জ্বলে।

স্বপ্নের শিখরে আমি বসে থাকি। প্রণয়ে চৈত্রের
মরুদাহ জ্বেলে দিয়ে শূন্যে স্মৃতি তোমার হারায় ;
তবু আমি গান গাই, চোখ মেলে অদূরে তাকাই
যেখানে পলাশবনে সমাহিত বেদনার চিতা
দাউদাউ ; (অনাহত যৌবনের চিরন্তনী সীতা
অগ্নিপরীক্ষায় নেমে মৃত্যুত্তীর্ণা।) জীবন কাঁপাই
নিবিড় অবগাহনে, যন্ত্রণার তুহিন ধারায়।

মদির স্বপ্নের রেণু কেন তবু ছাড়াও যে ফের !

আন্তন চেখভের সম্মানে

[এক]

কী আছে জন্মের আগে ?   যৌবনের প্রমীলা পৃথিবী
যার মন্ত্রে জেগে উঠে অর্বাচীন অজ্ঞতার থেকে
ভয়ে ভয়ে পা বাড়ায়, স্বেচ্ছায় স্খলিত করে নীবি,
তাকে যে হৃদয়ে দেখি স্বপ্ন-স্বরে যায় আজো ডেকে ;
তবুও খোলে না মুখ, এ-প্রশ্নের দেয়না উত্তর—
অথচ এটাও সত্য : আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণার দিনে
আমরা জন্মের স্মৃতি ভুলে গিয়ে রিক্ত হই ঋণে ;
যদিও প্রেমের পাখী সে-লগ্নেও নয় নিরুত্তর ।

[দুই]

কী আছে মৃত্যুর পরে ?   রহস্যের অন্ধকারে ঢাকা
আমাদের এ-পৃথিবী তার সব অনুভূতি নিয়ে
একবার স্থির হয়ে ভাবে শুধু ; মনে ঢেউ দিয়ে
দিনান্তের অস্তগামী সূর্য-পাখী মেলে দেয় পাখা
অথচ উত্তর নেই চিরায়ত এই প্রশ্নটির ;
মানুষের ইতিহাস, শ্রম, স্বপ্ন এবং মনন
সমস্ত উপেক্ষা করে চিরকাল জ্বলে সুনিবিড়
মরণের দীপশিখা ।   (এই শিখা নিভবে যে কখন !)

নীরবতার গভীরে

একদিন বিশ্বাস করতাম আমার প্রেরণার অগ্নিকণাগুলো স্ফুলিঙ্গের মতো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠবে, কিংবা আলো দেবে অজ্ঞতার অন্ধকারে শান্তশিখা প্রদীপের মতো ; অথচ কিছুতেই খুঁজে পেতাম না আমার সেই ধ্রুব বিশ্বাসের উৎসকে; আমি এক দারুণ রহস্যের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে দিনরাত্রি যাপন করছিলাম।

না, বিশ্বাস নয়। আমার সেই বোধ অভিজ্ঞানের সীমাকেও ছাড়িয়ে প্রতীতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলো ; অথচ সেই প্রতীতির স্বরূপ আমি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারতাম না— সেই অসীম রহস্যের দারুণ অন্ধকার মননের আলো ছুঁড়েও দূর করতে পারতাম না।

আমার বন্ধুরা আমাকে ভাবতো পাগল, বদ্ধ উন্মাদ ; অথচ সেই প্রত্যয়ের যন্ত্রণায় অহর্নিশ আমি ছটফট করে মরতাম— এতোটুকু স্থির হতে পারতাম না, যদিও আমার চেষ্টার বা যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলো না ; আর যতোই আমি সাধনা করতাম সেই নিগূঢ় রহস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের, ততোই যেন আমি হারিয়ে যেতাম এক দুর্জ্ঞেয় নীরবতার অতল গভীরে।

এলিজি

আমার মনের মধ্যে শোকাহত গোধূলির ছবি।

আমি সেই ছবিকেই আমার সমস্ত বেদনার
উৎস বলে মেনে নিয়ে, প্রত্যয়ের মগ্ন ধ্রুবতায়
দিনরাত পাড়ি দিচ্ছি ; হৃদয়ের অমূর্ত প্রমার
স্পর্শ পাবো বলে আমি সমাহিত আছি রিক্ততায়।

আকাশ আমাকে ডাকে নীলকান্ত-রূপের গভীরে—
যেন বলে চুপিচুপি কানে কানে 'এসো, এসো, তুমি
প্রাণপ্রিয়তম হয়ে অলৌকিক আমার এ-ঘরে।'
এবং বাতাস বলে বেদনায় বিহ্বল প্রহরে
দুঃখের কাহিনী কতো ! একাএকা নামি ধীরে ধীরে
স্মৃতির পাতালে, খুঁজি যন্ত্রণার শূন্য মরুভূমি।

আমার দৃষ্টিতে আজ আগামী অতীত একাকার
হয়ে আছে ; অতীতের দূরলীন অযুত স্বপ্নের
প্রতিভাস খুঁজি তাই রূঢ় বর্তমানে। আবেগের
সমুদ্রে নির্জনে করি বাসনার নৌকো পারাপার।

আমার মনের মধ্যে গোধূলির শোকাহত ছবি।